সঙ্গীতাচার্য

সাধন সরকার স্মারক গ্রন্থ

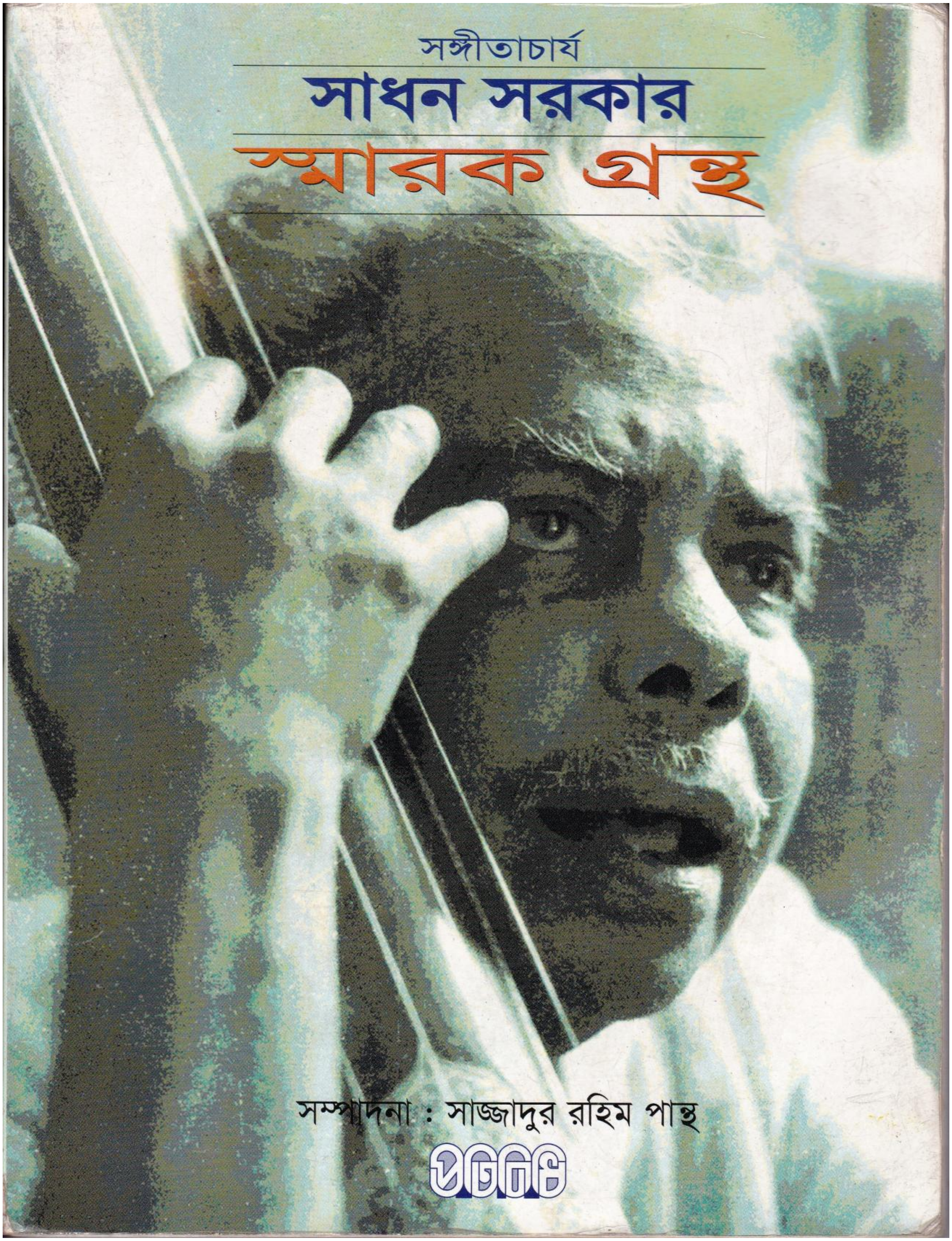

সম্পাদনা : সাজ্জাদুর রহিম পান্থ

সঙ্গীতাচার্য
সাধন সরকার স্মারকগ্রন্থ

সম্পাদনা :

সাজ্জাদুর রহিম পান্থ

প্রতিনিধি সংস্কৃতি সংস্থা, খুলনা ।

সঙ্গীতাচার্য সাধন সরকার স্মারকগ্রন্থ

সম্পাদনা
সাজ্জাদুর রহিম পান্থ

প্রথম প্রকাশ
১ আষাঢ় ১৪১২
১৫ জুন ২০০৫

প্রকাশক
হুমায়ুন কবির ববি
আহবায়ক
প্রতিনিধি সংস্কৃতি সংস্থা, খুলনা।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রতিনিধি সংস্কৃতি সংস্থা, খুলনা।

প্রচ্ছদ
দীপক রায়
সৌজন্যে
পারসেপশন কমিউনিকেশন
ঢাকা।

প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ছবি
নূরুল হক লাবলু

গ্রন্থে ব্যবহৃত স্কেচ
মোস্তফা হামীম মিনু
অপু সরকার

অক্ষর বিন্যাস
গৌরাঙ্গ পাল
উত্তরণ প্রেস, খুলনা

মুদ্রণ
উত্তরণ প্রেস, খুলনা।

মূল্য
১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা।

উৎসর্গ

খালেদ রশীদ
আজিজ খান
নাজিম মাহমুদ
মিজানুর রহিম
মুস্তাফিজুর রহমান

সম্পাদকীয়

সংগীতাচার্য সাধন সরকারের সুরারোপিত গানের স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা প্রায় বছর বিশেক আগের। তখন স্যার অসুস্থ কিন্তু সক্ষম। আমার এই পরিকল্পনার সঙ্গী ছিলেন মোস্তফা হামীম মিনু আর ফারহানা ইয়াসমিন লিজা। শুরুতে কাজটি বেশ সহজেই মনে হয়েছিল; ক্রমেই দিন যত যেতে লাগল ততই বুঝতে পারলাম কাজটি মোটেই সহজ নয়। কারণ প্রথমত তিনি অসংখ্য গানে সুর করেছেন, সেগুলো বাছাই করা এক বিশাল কাজ। দ্বিতীয়ত সব গানের বিশেষত পুরোন গানের স্বরলিপি ঘেঁটে বের করাও বেশ দুঃসাধ্য। তাছাড়া অনেক গানেরই স্বরলিপি খুব সংক্ষিপ্ত আকারে করা রয়েছে– যা তাঁকেই আবার গেয়ে ছাপার উপযুক্ত স্বরলিপি হিসেবে খাড়া করে দিতে হবে। প্রথম কিছুদিন চলল আমাদের অভিযান। দেশ থেকে স্বৈরচারী এরশাদকে তাড়াতে না পেরে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাড়া খেয়ে খুলনায় ফিরে প্রায় প্রতিদিন সকালে দু'তিন ঘণ্টা স্যারের ক্লাশের ফাঁকে ফাঁকে চলে আমাদের কাজ। সঙ্গী কখনো মিনু, কখনো লিজা'পা। এভাবে কিছু গান সংগ্রহ হলো বটে কিন্তু দেশের রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত, পরীক্ষায় পাশ করবার দায় এবং তরুণ বয়সোচিত অস্থিরতায় কাজগুলো সম্ভাবনাময়ই থেকে গেল। কোনো অসমাপ্ত কাজের বোঝা যে কী দুঃসহ সে অকহতব্য কঠিন। তারপর.... 'সংসার যবে মন কেড়ে লয়, জাগে না যখন প্রাণ'। চাপা পড়ে গেল আমাদের উদ্যোগ।

এরপর স্যার অসুস্থ্য হয়ে পড়লেন ভীষণভাবে। আমরা সকলেই তাঁর চিকিৎসা সহায়তার অর্থ সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে ১৫ জুন ১৯৯২ তিনি চলে গেলেন সকল সীমানা পেরিয়ে। তারপর খুলনার বিশিষ্ট জনেরা শুরু করলেন তার সৃষ্টি প্রকাশের উদ্যোগ। সেই প্রথম স্মরণ সভার অনুষ্ঠান থেকে আজ পর্যন্ত সাধন সরকারকে নিয়ে যত অনুষ্ঠানে যত বক্তা কথা বলেছেন সকলেই খেদ-ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তাঁর গান ও লেখাগুলোর সংকলন প্রকাশের বিষয়ে। অনেকে আশ্বাস দিয়েছেন, অনেকে ঘোষণা দিয়েছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে– এরকম কোনো প্রকাশনা তার মৃত্যুর ১৩ বছর পরেও আমরা পাইনি। এ শুধু দুঃখের নয় লজ্জারও বটে!

তাই সামর্থ্য এবং যোগ্যতার অভাব থাকা সত্ত্বেও আমরা দায়িত্ব নিয়েছি তাঁর স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের। এর জন্যে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিলো দু'টি। প্রথমত, প্রয়োজনীয় গানের বিশ্বাসযোগ্য স্বরলিপি ও লেখা পাওয়া এবং দ্বিতীয়ত, প্রয়োজনীয় অর্থ। প্রথমটি অর্থাৎ তাঁর গানের স্বরলিপি, বেশকিছু তাঁর জীবিত অবস্থাতেই আমার নিজের ও পূর্বোক্ত মিনু এবং লিজা'পার প্রচেষ্টায় সংগ্রহ করা আর অন্যগুলো নাজিম মাহমুদ কর্তৃক প্রকাশিত 'চেতনার সৈকতে', স্কুল অব মিউজিক কর্তৃক প্রকাশিত 'ফসল', 'গঙ্গাফড়িং', 'স্বরলিপি', 'অভিযান' গ্রন্থ এবং তার নিজস্ব খাতা থেকে সংগ্রহ করা। এই কাজে বিশেষভাবে আমাকে সহায়তা করেছেন স্যারের কন্যা সুতপা, ছাত্র বাবলা বিশ্বাস।

দ্বিতীয়টি অর্থাৎ অর্থ সংগ্রহ এটি ছিলো আমার জন্য এক দুরূহ কর্ম। অনেক আশা-হতাশা পেরিয়ে অনেকের সহযোগিতায় শেষ পর্যন্ত তরী ঘাটে ভিড়েছে। দীর্ঘদিন পরে হলেও গুরুঋণ শোধবার সুযোগ পেয়ে ধন্য হলাম।

এখানে সাধন সরকার সম্বন্ধে লেখাগুলোর মধ্যে অধ্যাপিকা মুক্তি মজুমদার এর সাক্ষাৎকারটি বাদে সবই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত, যতটুকু পেরেছি সংগ্রহ করতে, ছেপেছি। হয়তো কারো কারো লেখা বাদ পড়ে গেছে সেটা মানসিক দৈন্যে নয় সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতায়। সাধন সরকারের লেখা আরও ছাপার মতো রশদ ছিলো, বিশেষত তাঁর নাটক, কিন্তু গ্রন্থের আকার বিবেচনা করে সেগুলো ছাপি নি। যে গানগুলো এখানে সংকলিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে আমি চেষ্টা করেছি সাধন সরকারের সুরবৈচিত্রের ক্ষমতা প্রকাশের। সাথে সাথে তাঁর প্রায় প্রথম পর্যায় থেকে সর্বশেষ গানের সংকলনের মধ্য দিয়ে সুরকার হিসেবে তার বিবর্তনকে ধারণ করতে চেষ্টা করেছি। তাই লক্ষ্য করা যাবে যে ছড়া গান থেকে গণসংগীত, প্রচলিত আধুনিক গান থেকে চর্যাগীতি আবার মাইকেলের কাব্য থেকে সুকান্তের গীতিনাট্য হয়ে বিদেশী সুরের ছায়ায় তাঁর নিজের রচিত গান প্রায় সব বিভিন্নতা এখানে স্থান পেয়েছে।

তাঁর লেখার ক্ষমতাও ছিলো অসাধারণ। সেই সন্দীপনের সময় থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ে তিনি গান, গল্প, কবিতা, সংগীত বিষয়ক প্রবন্ধ লিখেছেন একেবারে কম নয়। তার থেকে খুব সামান্যই প্রকাশ করা গেল শুধু তাঁর সৃষ্টির সামগ্রিক স্বরূপ বোঝাতে।

তাঁর আরো রচনা, সুরারোপিত গান এখানে গ্রন্থের কলেবর এর কথা বিবেচনা করে প্রকাশ করা গেল না; কিন্তু আগ্রহী সুহৃদের সাড়া পেলে এবং এই গ্রন্থ বিক্রয়ে উপযুক্ত সমাদর পেলে নিশ্চয়ই আমরা পুনঃ প্রচেষ্টায় উদ্যোগী হবো।

বইয়ের প্রুফ সংশোধন বোধ হয় প্রকাশনার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ এবং নিবিষ্টতার কাজ। সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। তবুও কিছু ভুল থেকেই গেল–সে দোষ নিশ্চয়ই ছাপাখানার ভুতের ঘাড়ে চাপানো যেতে পারে! বানানের ক্ষেত্রে লেখকের স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দিলেও ব্যাকরণগত ত্রুটি সংশোধন করার চেষ্টা করেছি।

এই গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে অনেকের সহযোগিতা পেয়েছি। সকলের নাম উল্লেখ করা বেশ দুরুহ। কিন্তু কয়েক জনের নাম উল্লেখ না করলে আমি স্বস্তি বোধ করবো না, তাঁরা হলেন–প্রতিনিধির বর্তমান কর্ণধার হুমায়ুন কবির ববি, ফারহানা ইয়াসমিন লিজা, সুতপা দে সরকার। প্রকাশনা ও অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের জন্য যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে আমি এবং 'প্রতিনিধি' অশেষ কৃতজ্ঞ। আর নাজনীন আরা লিলি যার উৎসাহ এবং সহযোগিতা না পেলে আমার পক্ষে এই কাজ কোনোভাবেই করা সম্ভব ছিলো না- তাই এই সুযোগে তাকেও কৃতজ্ঞতা জানাই।

সংগীতাচার্য সাধন সরকারের চেতনার মানবিকতা, সুরের ইন্দ্রজাল আর নির্মোহ জীবনাদর্শের অনমনীয়তা যদি এই গ্রন্থ প্রকাশের মধ্য দিয়ে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে কিছুমাত্রও পৌঁছায় তবে আমাদের প্রচেষ্টা স্বার্থক হবে–সেই কামনায় সকলকে বিনম্র অভিবাদন।

সাজ্জুদর রহিম পান্থ

প্রকাশকের কথা

সুর স্রষ্টা সাধন সরকার। অসুরের দখলে যখন রাষ্ট্র, সমাজ- সুর স্রষ্টার প্রয়োজনীয়তা তখন প্রবলভাবে কাঙ্ক্ষিত। কিন্তু সাধন সরকারের জন্মতো প্রতিদিন হয় না। সত্য সুন্দরের আকাঙ্ক্ষি মানুষকে তাই, স্রষ্টার সৃষ্টিকে হাতিয়ার করে প্রতিহত করতে হয় অসুরকে।

একাত্তরে অসুরদের বিরুদ্ধে রণাঙ্গণে মুক্তিযোদ্ধারা উদ্বেলিত হয়েছিল সাধন সরকার ও তাঁর মত মানুষদের সুরে-গানে। এখন আবার যখন বিপুল বিক্রমে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে একাত্তরের অসুরেরা, তখন সাধন সরকার বড় প্রয়োজন মানুষের আনন্দ-বেদনা, ভালবাসা, আবেগকে সৃষ্টিশীল বীণার সুর বাঁধতে।

আজ ইরাকসহ সারা বিশ্বের মানুষ যখন পুঁজির আগ্রাসনে অসহায়, তখন ভিয়েতনাম যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী ভিয়েতনামবাসীর পক্ষে সাধন সরকার-এর গানে গানে একাত্মতা প্রকাশের সেই স্মৃতি আজও উজ্জ্বল সংস্কৃতিসেবীদের মনে।

১৯৮২ সালে যখন দেশ জুড়ে সামরিক স্বৈরাচারের বুটের তলে পিষ্ট হচ্ছে দেশের গণতন্ত্র, মুক্তচিন্তা, সৃজনশীলতার বিকাশমান ধারা। তখন খুলনার সংস্কৃতিসেবীদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ সম্মিলিতভাবে শ্রদ্ধেয় লোহিত কান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিদ্যুৎ কান্তি সরকারকে যুগ্ম আহবায়ক করে গড়ে তোলে সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিনিধি সংস্কৃতি সংস্থা, খুলনা।

লোহিত কান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় অল্প দিনের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেন। স্বৈরাচারী দুঃশাসনের দুঃসময়ে বিদ্যুৎ সরকারের নেতৃত্বে প্রতিকুল পরিস্থিতির মধ্যে সংস্কৃতি সংগ্রাম অব্যাহত রাখে প্রতিনিধি। দেশব্যাপী সামরিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে গঠিত সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট গঠনের পূর্বেই প্রতিনিধি ১৯৮৪ সালে অনুভব করে সাংস্কৃতিক কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ কর্মপ্রয়াসের। যে কারণে মহান ২১ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠানকে সামনে নিয়ে গড়ে তোলে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের সমন্বয়ে "একুশ উদ্‌যাপন সাংস্কৃতিক পরিষদ"। খুলনার নাট্যধারাকে সচল করতে গড়ে তোলে ৬টি নাট্য সংগঠনের সমন্বয়ে "সমন্বিত নাট্য আন্দোলন পরিষদ"। খুলনাতে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট গঠনের পূর্বে একুশ উদ্‌যাপন সাংস্কৃতিক পরিষদের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক কর্মীরা এক চাতালে তাদের সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছিল। নাট্য আন্দোলন পরিষদের মাধ্যমে ১৯৮৪-৮৫ সালে প্রতি সপ্তাহে খুলনাতে একটি নাট্যকর্ম উপস্থাপনার মাধ্যমে নাট্যচর্চা ধারাকে করেছে বিকশিত।

"প্রতিনিধি" নামে একটি অনিয়মিত পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশ করেছে। সীমিত ক্ষমতা নিয়ে আজও সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট খুলনার কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত রেখেছে নিজেকে।

১৯৯১ সালে প্রতিনিধির প্রাণশক্তি শ্রদ্ধেয় বিদ্যুৎ সরকার প্রবাসী হলে প্রতিনিধি চলতে থাকে অভিভাবকহীনভাবে। ১৯৯৪ সালে বিদ্যুৎ সরকারকে প্রধান রেখে প্রতিনিধির একটি আহবায়ক কমিটি গঠিত হয়। সেই ধারাবাহিকতায় আজও পরিচালিত হচ্ছে প্রতিনিধি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৯৯৫ সালে খুলনাতে প্রতিনিধির আয়োজনে ১৫ দিনব্যাপী 'প্রতিনিধির যুগপূর্তি উৎসব'।

গত বছর সাধন সরকারের মৃত্যু বার্ষিকীর একটি অনুষ্ঠানসহ প্রতি বছর তাঁর মৃত্যু বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে স্বরলিপিসহ স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের কথা উচ্চারিত হয়েছে শত মুখে। কিন্তু হয়নি। সাজ্জাদুর রহিম পান্থ'র সীমাহীন আগ্রহের ফলে 'সাধন সরকার স্মারক গ্রন্থ' প্রকাশের সুযোগ পেয়ে প্রতিনিধি নিজেকে ধন্য করার সুযোগ কিছুতেই হাত ছাড়া করতে চায়নি। তাই প্রতিনিধি খুলনার সংস্কৃতিসেবীদের এ দায় নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছে সানন্দে।

প্রতিনিধির এই উদ্যোগকে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের সবার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

প্রতিনিধি সাধন সরকার স্মারক গ্রন্থের ধারাবাহিকতায় প্রকাশনার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা রাখতে আগ্রহী। তার ভূমিকার সহযোগী হতে বিনম্র আবেদন জানাই সবাইকে ধন্যবাদ।

হুমায়ুন কবির ববি
আহবায়ক
প্রতিনিধি সংস্কৃতি সংস্থা
খুলনা।

সূচীপত্র

৩.	সাধন সরকার মূল্যায়ন, স্মৃতিকথা, স্মরণ	১-৪৪
৪.	দেশের গান, একুশের গান, মুক্তিযুদ্ধের গান, সংগ্রামের গান	৪৫-১০৬
৫.	কবিতার গান	১০৭-১২৬
৬.	রাগ ও চর্যাগীত	১২৭-১৩০
৭.	ছড়া গান	১৩১-১৩৮
৮.	আধুনিক গান	১৩৯-১৭৮
৯.	সাধন সরকারের রচনা	১৭৯-১৯০
১০.	অভিযান গীতিনাট্য	১৯১-২১৩
১১.	বর্ণানুক্রমে গানের সূচী	২১৪

বর্ণানুক্রমে গানের সূচী

আমাদের চেতনার সৈকতে একুশের ঢেউ মাথা কুটলো	৪৭
আমাদের নানা মত	৪৯
আকাশের সে কপোত আর ডানা পত্ পত্ করে না	৬৯
আমরা কানে দিয়েছি তুলো	৭১
আমরা ক'জন আধা আধা আধুনিক নাগরিক	৮৪
আজ নিশি জাগোরে দেখিও কবরে কি জলসা জমেছে	৯৬
আমাকে একটি কবিতা দেবে ছিলো কথা	১০২
আমার বর্ণমালা	১০৫
আকাশে চাঁদ হাসে আলোর বান আসে	১৪৩
আমার আকাশে আজ মোহন ধ্বনি বাজে	১৪৭
আকাশটা চিরদিন রবে কি এমনি ঘন নীল শূন্য	১৬০
আছো কি নেই ছিলে কি না– সে যে বুঝিতে পারিনা	১৬২
আমি সামনেও নেই	১৬৫
উদাসী দুপুর	১৭৩
একটু খানি আলো একটু খানি ছায়া	৫৪
একুশে নিয়েছি শপথ ভাই	৮২
এক যে ছিল পাজী হুলো	১৩৮
ঐ দ্যাখ দ্যাখ চেয়ে দ্যাখ	৯২
(ও তার) ডাকলে বাঁশী আসতে হবে	১৭২
ও ভাই কম জন্মেছে ধান (এখানে)	১৯০
ও মালঞ্চ	১৫৮
কনক-উদায়াচলে, তুমি দেখা দিলে	১০৭
কৃষ্ণচূড়া আর রক্তপলাশের রঙিন জাল বুনে	৪৫
কি ছিল একুশে হয়েছে কি আজ	৯৪
কহ, সখে, জান যদি কোথা গুণমণি	১১১
কোন দেশেতে তরুলতা সকল দেশের	১৩১
কবরী সাজালে কেন কনক চাঁপাতে	১৫৪
কমরেড, এই রাত আঁধিয়ার	৬৫
কি করে ফিরে যাবো	১৬৮
ঘুম্ ঘুম্ ঘুম্ ঘুম্ ঘুমিও না আর	১৫৩
চলো ভাই চলো যাই শহীদের মিনারে	৭২
চির সুখীজন ভ্রমে কি কখন	১২৫
চিংড়ি মাছের চেংড়া খোকা	১৩৬
চুপ্ না, না, না, না,	১৮৮
জীবনটা রয়ে যাবে অচেনা যতই না চোখ মেলে দেখি তায়	১৫৬
ঝক্ ঝক্ ঝক্ ঝক্ কল চলে এই খালিশপুরে	৯৮
ড্রাগনের বহ্নি বিষ হলকায়	৭৭
তুমি জান কত ভালবাসি শ্যামধনে	১০৮
তুমিতো আঁধার রাত অকারণ অঝোর বাদল	১৭৬
দেয়ালে দেয়ালে লটকে দাও একটি নাম	৬৭
ধ্বংসের পরোয়ানা শোনো কি	৫২
ধান কোথায় গো আমার ক্ষেতে	১৩৩
নদী আমায় বলেছিল গান শোনাবে	১০০
নীল আকাশে কাক্ চিলেরা	১৩৪
নেচোনা ময়ূরী ওগো বাদল দিনে	১৬৩
বাংলার ঘরে ঘরে সংগ্রাম জলন্ত	৭৬
বিদ্রোহী বঙ্গোপসাগর তরঙ্গে	৮০
বাতাস আমায় গুণ করেছে	৮৬
বাংলা আমার দুঃখ সুখের	৮৮
বজ্র কঠিন শপথ আবার লহ সবাই	৫৬
বুকে আমার আগুন জ্বলে মুখে ভাষা নাই	৯৫
বন্ধু, তোমার ছাড়ো উদ্বেগ, সুতীক্ষ্ণ কর চিত্ত	১১৮
বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি তাই আমি	১২২
বাজ-নাব পাড়ী পউআঁ খালেঁ বাহিউ	১২৯
বাবুরাম সাপুড়ে, কোথা যাস বাপুরে	১৩৫
বালুচরে বাসা বেঁধে মিছেরে স্বপন	১৫১
বালুচরে সেই হারানো বাঁশিটি	১৭৪
ভয় হয় যদি কোনো দিন	১৭৮
মেঘ জমেছে ঝড় এসেছে	১৮৭
মন কেন নিলে কন্যা বলনা বলনা	১৪৯
যদ্দুর চোখ যায় রোদ্দুর	৯০
যে জন দিবসে মনের হরষে	১২৬
রক্ততিলক ললাটে সূর্য রাজপথ রোশনাই	৫৮
রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে	১১৬
রাগ ভাটিয়াল	১২৭
লক্ষ মানুষ যদি গর্জে ওঠে	৭৪
লোকে বলে কলংক	১৬৭
শারদ প্রভাতে শেফালিকা সম নয়নে শিশির ঝরে	১৪৫
সূর্যের গৌরব বক্ষে, দুর্জয় প্রাণের স্পন্দন	৬০
স্বপ্নের বীজ বুনেছি আমরা মনে দুরন্ত আশা	৬৩
সংগ্রাম সংগ্রাম সংগ্রাম সংগ্রাম	৮১
সূর্যের কারুকাজ করা	১০৪
সখি রে,–এ যৌবনে ধন, দিব উপহার রমণে	১০৯
সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে	১১৩
স্বপন ভরা শ্রাবণ রাতে বাদল ঝরা কানন পথে	১৩৯
স্বপন দোলা তোমার চোখে মায়াবী রাতের নেশা	১৪১
সাগরের গানে খুঁজনা আমায় তুমি	১৭০

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

স্বপন গুহ, ফারহানা ইয়াসমিন লিজা, নিশাত জাহান রানা, নাজনীন আরা বেগম, হাসনাত কাইয়ূম, কাজী ওয়াহিদুজ্জামান, ডা. শেখ বাহারুল আলম, আশরাফ-উল-আলম টুটু, অধ্যক্ষ দেলওয়ারা বেগম, সৈয়দা নিগার বানু, বেনজীর আহমেদ, এ.আর.এম. কামাল, মেহরাব-উল-গণি, মোনাওয়ার মোস্তফা, মাহবুবা হক কুমকুম, ফজলে ইলাহী মাহমুদ, আদীল আমজাদ হোসেন, ওয়াদুদুর রহমান পান্না, মোস্তফা হামীম মিনু, ডা. অপু লরেন্স বিশ্বাস, ডা. বঙ্গকমল বসু, রফিকুল ইসলাম সাথী, তিঁসা আব্দুল হক খান, এ্যাড. আব্দুল্লাহ হোসেন বাচ্চু, শহীদ ইকবাল বিথার, জাহাঙ্গীর কবীর টফি, মিজানুর রহমান বিজয়, লুৎফুন নাহার মীরা, সুদীপ সরকার বাবু, ফারজানা খান, ইসমত আরা বীথি, ওয়াসিউর রহমান তন্ময়, ডাঃ দিপঙ্কর নাগ, এস. এ. হালিম, মালিক ছরোয়ার উদ্দিন, এডেল বার্ড বাড়ৈ, মাসুদুর রহমান চৌধুরী ও সাদিয়া রওশন অধরা।

সঙ্গীতাচার্য সাধন সরকার স্মারক গ্রন্থ

পিছন ফিরে আজ সাধন সরকারকে আলাদা করে চিনে নেওয়া যায়। তখন দেখা যায়, কি অসাধারণ সাংগীতিক প্রতিভা নিজেকে হাউইয়ের মতো জ্বালিয়ে ঊর্ধ্ব আকাশে উঠেছিলো। এখন দেখতে পাচ্ছি, সাত বছরে সাধন সরকার যে অসংখ্য গানে সুর দিয়েছিলেন তাতে আগুন ছিলো, মায়ের ভালোবাসা ছিলো, প্রেম বেদনার করুণ মূর্ছনা ছিলো, জীবনের সংগ্রাম ছিলো, কিংবা এ সবই হয়তো বাজারচলিত কথা– সাধন সরকারের গানে ছিলো এই বাংলাদেশের মানুষের জীবনের বিচিত্র ছন্দ। আধুনিক গান এখন পণ্য, সবচেয়ে নিম্নরুচির সন্তোষবিধান ও বিনোদনের জন্যে রচিত সুরারোপিত ও গীত। সেখানে সাধন সরকার গান বলতে বোঝেন জীবন– জীবনের সব প্রয়োজনের সাথী।

–হাসান আজিজুল হক